30 JAN 2003

তারিখ 30 JAN 2003
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

দৈনিক
জনকণ্ঠ

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে বৈঠক

জাতীয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও দু'টি মেডিকেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত

বাসস : সরকার মানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে নগরীতে একটি জাতীয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও দু'টি সাধারণ মেডিকেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গতকাল (বুধবার) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপস্থাপন অধিবেশনে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ, চিকিৎসকদের দাবী বিবেচনা এবং জাতীয় পর্যায়ে দেশের চিকিৎসা শিক্ষাকে সুসমন্বিত করার বাস্তবতা ও দেশে চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নে একটি জাতীয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

আইপিজিএমআরসহ দেশের ১৩টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সবকটিকে প্রস্তাবিত জাতীয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনা হবে।

মহানগরীর জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ মোকাবিলায় রাজধানীর মিরপুর-পল্লবী এলাকা এবং বাসাবো-খিলগাঁও-মুগদাপাড়ায় দু'টি ৫শ' শয্যাবিশিষ্ট নতুন জেনারেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

তিন ঘণ্টার বেশি সময় স্থায়ী বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সকল মানুষ বিশেষ করে দরিদ্রদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার

৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বৈঠ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লক্ষ্যে ৪৬০টি উপজেলার সবকটি কমপ্লেক্সকে পুরোপুরি সমৃদ্ধ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

বেগম জিয়া জেলা পর্যায়ের হাসপাতালকে স্বনির্ভর করারও নি দেন। যাতেকরে জনগণ বিশেষ দরিদ্রদের চিকিৎসার জন্য অন্য শ ছুটতে না হয়।

কয়েকজন সিনিয়র মন্ত্রী এবং শীর্ষ পর্যা সরকারী কর্মকর্তারা বৈঠকে যোগ করেন। এতে পূর্বের মত পৃথক সাংগঠনি কাঠামোর আওতায় নিজ নিজ সারি প্রদানে খাতওয়ারি উদ্যোগ গ্রহণ এবং স্বা ও জনসংখ্যা খাতকে সক্ষম করে তোল লক্ষ্যে আগামী জুলাই থেকে তিন ব মেয়াদী স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্র চালু করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় আইএমইডি এবং লন্ডন স্কুল অব ট্রপিক্যা মেডিসিন এন্ড হাইজিন-এর সুপারিশে ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বৈঠকে বিদেশী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বাংলাদেশে চিকিৎসা সেবা প্রদানের অনুমতিদানেরও নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের সহযোগী হিসেবে দু'জন স্থানীয় বাংলাদেশী চিকিৎসক থাকতে হবে। এই সিদ্ধান্তে বাংলাদেশী রোগীদের উন্নত চিকিৎসা সেবা লাভ, স্থানীয় চিকিৎসকদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান উন্নয়ন এবং বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। বর্তমানে বিপুলসংখ্যক রোগী চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার কারণে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে।

বৈঠকে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদেশে অবস্থানরত চিকিৎসক ও সেবিকাদের শূন্য পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগদান এবং কিডনী, ক্যান্সার ও টিবিসহ সকল বিশেষায়িত হাসপাতালকে স্বায়ত্তশাসন দানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সরকারী হাসপাতাল ও কলেজের রক্ষণাবেক্ষণের উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বৈঠকে সরকারী হাসপাতালসমূহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা সার্ভিস, খাদ্য সরবরাহ ও লন্ড্রি সার্ভিস পর্যায়ক্রমে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এতে চিকিৎসক ও সাধারণ কর্মকর্তা উভয়ের পদোন্নতির সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা) ক্যাডার পুনর্বিন্যাসের পদক্ষেপ গ্রহণেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বৈঠকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ও গৃহীত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী জনসংখ্যার বিস্ফোরণ রোধে গৃহসেবা এবং অন্যান্য কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

বেগম জিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও অন্যান্য কর্মসূচী সম্পন্ন করারও নির্দেশ দেন।